দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 03 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এমপিও বাতিলের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী

এম এইচ রবিন ●

যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ২৫ শতাংশের কম শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও সুবিধা বাতিল করার পক্ষে মত দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম ১০ জন পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিলের পক্ষে তিনি। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সমন্বয় সভায় এমন মত দেন তিনি।

জানা গেছে, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিয়ে। কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তির জন্য নির্ঘুম রাত কাটে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের। ভর্তি নিয়ে এত হৈহুল্লোড়ের পরও কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় শিক্ষার্থীশূন্যতা। দেখা যায়, কোথাও-কোথাও অনুমোদিত আসনের বিপরীতে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি। শহরের অলিগলিতে গড়ে ওঠা নামসর্বস্ব এসব কলেজের অনুমোদন সে কারণেই প্রশ্নবিদ্ধ অনেক দিন ধরে। একই পাড়া ও মহল্লায় একাধিক কলেজের অনুমোদন নিয়ে ঝোলানো হয়েছে কলেজের সাইনবোর্ড। অথচ একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে কোথাও ৫ জন, কোথাও ১০ জন। অনেকগুলোর আসন রয়েছে একেবারেই শূন্য।

জানা গেছে, অর্থকড়ি আর পেশিশক্তি এমনকি রাজনৈতিক হাতিয়ারের কারণে কলেজ হিসেবে বোর্ডের অনুমোদন পেয়ে যায় ওইসব প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে সেগুলোর কেন এই দুরবস্থা তা নিয়ে কাজ করছে শিক্ষা প্রশাসন। সেগুলোর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা, হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায়। সভার আগে মন্ত্রী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এক নোটে ২৫ দফা নির্দেশনা পাঠান। তাতে তিনি গুরত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেন। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কর্মকর্তাদের কাজের প্রশংসা করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর নোটে বলা হয়, যেসব প্রতিষ্ঠান এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

এমপিও বাতিলের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) থেকে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম ১০ জন পাস করেনি, সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। যেসব কলেজে প্রত্যাশিত শিক্ষার্থী সংখ্যার অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশও ভর্তি হয়নি, সে সব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করা যেতে পারে।

সৃজনশীল ৭টি প্রশ্ন পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক আন্দোলন নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। আলোচনায় বলা হয়, সৃজনশীল ও এমসিকিউ প্রশ্ন নিয়ে কিছু লোকের উসকানিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা ও আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা চলছে।

জানা গেছে, এ বছর একাদশ শ্রেণিতে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩০০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে মাত্র ২৭ জন, শূন্য আসন ২৭৩। গুলশান পাবলিক কলেজে ৩০০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ২৭ জন, ২৭৩টি আসন শূন্য। ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজে ১৫০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ২ জন শিক্ষার্থী, শূন্য ১৪৮টি আসন। আমজাদ আইডিয়াল কলেজে ১০০টি আসনের মধ্যে ভর্তি ১৬ জন, শূন্য আসন ৮৪টি। উত্তরখান টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩০ জন, ৩০টি আসন শূন্য। সাউথ বানসিড়ি মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৪৫০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ২৯ জন, শূন্য আসন রয়েছে ৪২১টি। ধানমণ্ডিতে অক্সফোরডান ল্যাবরেটরি কলেজে ৪৫০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১০ জন, ৪৪০টি আসন শূন্য। কাকলি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৪৫০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৩৯ জন। সরকারি সঙ্গীত কলেজে ২০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি ২৩ জন। আনোয়ারা মান্নাফ গার্লস কলেজের ১৫০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৪১ জন। হাজী কলেজে ২০০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৫ জন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে এই কলেজের এক শিক্ষক আমাদের সময়কে বলেন, অনলাইনে ভর্তিতে তারা কোনো শিক্ষার্থী পাননি। ঢাকা বোর্ডের আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইপিএইচ স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৭০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৩ জন। ঢাকা গোল্ডেন কলেজে ১৫০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৪৪ জন। উইনসাম কলেজের ৪০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি ৪৪ জন। বাংলাদেশ আইডিয়াল কলেজে ২০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি ২৪ জন। ঢাকা ইডেনক্র ইন্টারন্যাশনাল কলেজে ২১০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩৩ জন। রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৭০ আসনের মধ্যে ভর্তি ৩৬ জন। বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১২০ আসনে ভর্তি ৪৪ জন। বিসিআই কলেজে ১৭০ আসনে ভর্তি হয়েছে ১৮ জন। বারসাতিল মডেল কলেজে ১২০ আসনে ভর্তি হয়েছে ২৯ জন। ধানমণ্ডি কলেজে অনুমোদিত আসনের সংখ্যা ৩০০টি। এবার ভর্তি শূন্য। বোর্ডের কলেজ তালিকায় এই কলেজের দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে কাউকে পাওয়া যায়নি। আহসানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজে ১১০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৩৬ জন। লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৭০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৪৭ জন।